জেএসসি-জেডিসি পরীক্ষা শুরু

# প্রশ্নপত্র ফাঁসের গুজব : অনুপস্থিত সাড়ে ৫৯ হাজার



যুগান্তর

যুগান্তর রিপোর্ট

প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগের মধ্যদিয়ে বৃহস্পতিবার জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) ও জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট (জেডিসি) পরীক্ষা শুরু হয়েছে। এদিন জেএসসিতে ইংরেজি প্রশ্নপত্র আর জেডিসিতে আরবি ২য় পত্র পরীক্ষা ছিল। এরমধ্যে ইংরেজি প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ পাওয়া গেছে। সংশ্লিষ্টরা জানান, রাজধানীসহ দেশের বড় বড় শহরে ও বিভিন্ন স্থানে ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্র বিক্রি হয়েছে। কোথাও কোথাও সর্বনিম্ন ১০০ থেকে এক হাজার টাকায় কথিত প্রশ্নপত্রের ফটোকপি বিক্রি হয়। ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, সিলেট, ময়মনসিংহ, বরিশালসহ বিভিন্ন এলাকায় গত কয়েকদিন ধরে ফাঁস হওয়া প্রশ্নের কপি বিভিন্ন দামে বিক্রি হয়। আন্তঃবোর্ড সমন্বয় সাব-কমিটির আহ্বায়ক ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ড চেয়ারম্যান অধ্যাপক তাসলিমা বেগম

গুজব : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ১

## গুজব : প্রশ্নপত্র ফাঁসের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অবশ্য প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, এ ধরনের কোনো অভিযোগ তারা পাননি। পেলে অবশ্যই ব্যবস্থা নেয়া হতো।

সংশ্লিষ্ট অভিভাবক এবং গোয়েন্দা সূত্র জানায়, একটি চক্র কথিত প্রশ্নপত্র বিক্রি করে। কথিত ওই প্রশ্নপত্র থেকে গতকালের পরীক্ষা নেয়া পরীক্ষায় প্রশ্নপত্রের বি সেটের ১নং (দিন), ৩নং (রানশিন), ৪নং (টেবিল), ৭নং (রিএরেঞ্জ), ৮নং (শূন্যস্থান পূরণ), ১১নংসহ (প্যারাগ্রাফ) অন্যান্য অংশের হুবহু মিল পাওয়া গেছে। অভিভাবকরা দাবি করেন, ইংরেজি ছাড়াও গণিত, পদার্থ, রসায়ন, হিসাববিজ্ঞানসহ অন্যান্য বিষয়ের প্রশ্ন ফাঁস হয়ে গেছে। গত রাতে বেশ কয়েকজন অভিভাবককে প্রশ্ন খুঁজতে দেখা গেছে। তবে এ ব্যাপারে গত রাত পর্যন্ত কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

এদিকে জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষার ১ম দিনেই ৫৯ হাজার ৫[illegible]৭ জন পরীক্ষার্থী অনুপস্থিত ছিল। আর সারা দেশের সব কয়টি [illegible] জন পরীক্ষার্থীকে নকল ও অসদাচরণের অভিযোগে [illegible] আন্তঃবোর্ড নিয়ন্ত্রণ কক্ষের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা জানান, বহিষ্কৃত শিক্ষার্থীদের মধ্যে ২৮ জন ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে, ১২ জন মাদ্রাসা বোর্ডে, কুমিল্লা বোর্ডে ৬ জন, রাজশাহী বোর্ডে ১ জন, যশোর বোর্ডে ৩ জন, চট্টগ্রাম ও দিনাজপুর বোর্ডে ২ জন। অনুপস্থিত শিক্ষার্থীদের মধ্যে ঢাকা বোর্ডের ১৫ হাজার ৬৬১ জন, চট্টগ্রাম বোর্ডে ৩ হাজার ৩৬৩ জন, কুমিল্লা বোর্ডে ৩ হাজার ২১৯ জন, যশোর ৪ হাজার ৫৬৩ জন, রাজশাহী বোর্ডে ৩ হাজার ৪৩৮ জন, দিনাজপুর বোর্ডে ৩ হাজার ১৫৫ জন, বরিশাল বোর্ডে ৩ হাজার ১৩৩ জন এবং সিলেট বোর্ডে ২ হাজার ১৭৫ জন পরীক্ষার্থী অনুপস্থিত ছিল। আর মাদ্রাসা বোর্ডে অনুপস্থিত ছিল ২০ হাজার ৮১০ জন।

আজ দুপুর দেড়টায় পরবর্তী পরীক্ষা রয়েছে।

ওদিকে পরীক্ষা শুরুর প্রথম দিনে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ রাজধানীর আজিমপুর সরকারি গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজে জেএসসি পরীক্ষা কেন্দ্র এবং মাদ্রাসা-ই-আলিয়ায় জেডিসি পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। তিনি বিরোধী দলের রাজনৈতিক কর্মসূচি সম্পর্কে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেন। বলেন, হরতালে কোমলমতি পরীক্ষার্থীরা চরম ভোগান্তি, চাপ, আতংক-ভীতি ও অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছে। এটি অবিবেচক ও দায়িত্বহীন রাজনৈতিক নেতৃত্বের কাজ।

**মন্ত্রণালয়ের উদাসীনতা :** এদিকে প্রতি পাবলিক পরীক্ষায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে নিয়ন্ত্রণ কক্ষ স্থাপন করা হয়। যথারীতি এবারও তা করা হলেও সেটি ছিল নিষ্ক্রিয়। নিয়ন্ত্রণ কক্ষের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাছ থেকে কোনো ধরনের তথ্য পাওয়া যায়নি। এ ব্যাপারে তথ্য অধিদফতরেও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কোনো রিপোর্ট পাঠানি বলে অধিদফতরের নিউজ রুম থেকে বলা হয়েছে। ফলে পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য পেতে সাংবাদিকদের নানা হয়রানির মুখে পড়তে হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা এ ব্যাপারে একে অন্যের ওপর দায় চাপিয়েছেন।